তারিখ ..... 13 APR 2017
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 8 .....

কালের কণ্ঠ

বিভিন্ন দাবিতে গতকাল বুয়েট ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। ছবি : কালের কণ্ঠ

নতুন বেতন কাঠামোয় অবসর ভাতা চান বুয়েট শিক্ষকরা

প্রশাসনিক কার্যক্রমে অসহযোগিতার হুমকি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

২০১৫ সালের নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী অবসর ভাতার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষক-কর্মকর্তারা। তাঁদের দাবি অনুযায়ী অবসর ভাতা না দেওয়া হলে আগামী ১৭ এপ্রিল (সোমবার) থেকে প্রশাসনিক কার্যক্রমে অসহযোগিতা করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা। তবে তাঁরা শিক্ষার্থীদের ক্লাস ও পরীক্ষা যথারীতি চালিয়ে নেবেন। ।

বুয়েট এম এ রশিদ ভবনের সামনে গতকাল বুধবার দুপুরে নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পেনশনের দাবিতে আয়োজিত এক মানববন্ধনে এ ঘোষণা দেন বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদা নিলুফার। বুয়েট শিক্ষক সমিতি আয়োজিত মানববন্ধনে সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. রাকিবুল হুসাইন, সহসভাপতি আব্দুল হাসিব চৌধুরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক ও পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. মো. বাসিত ও সাবেক সভাপতি মো. এহসানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশ নেন।

মানববন্ধনে অধ্যাপক ফরিদা নিলুফার লিখিত বক্তব্যে বলেন, '২০১৫ সালে সরকারের ঘোষিত পে স্কেল অনুযায়ী অবসরগ্রহণকারী শিক্ষকদের পেনশন না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বুয়েট কর্তৃপক্ষ, যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সের ৪৩ ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্তকর্তারা ৬৫ বছর পর্যন্ত চাকরি করছেন। সে অনুযায়ী এ বছর কেউ কেউ অবসরে যাবেন এবং গত বছরও অবসরে গেছেন। এ অবসরে যাওয়া শিক্ষকদের ২০১৫ সালের পে স্কেল অনুযায়ী পেনশনের টাকা দেওয়ার কথা কিন্তু তাঁদের ন্যায্য টাকা দেওয়া হচ্ছে না। সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বাধা দিচ্ছে, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমি সরকার ও প্রশাসনের প্রতি অতিদ্রুত তাঁদের ন্যায্য পাওনা দেওয়ার দাবি জানাই।' তিনি আরো বলেন, 'যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পে স্কেল অনুযায়ী অতিদ্রুত পেনশন প্রদান না করে, তাহলে আগামী ১৭ এপ্রিল সোমবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সব প্রশাসনিক কাজে অসহযোগিতা করবেন ও কর্ম থেকে বিরত থাকবেন।'